যুবকে জমাকৃত অর্থ আদায় গ্রাহক সংগ্রাম কমিটি

৫৩/১, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০ রেজিঃ নং-.....

সূত্র ঃ .....

তারিখ ঃ ৫/৭/১১

বরাবর,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয়ঃ- যুবকে জমাকৃত অর্থ ফেরৎ পেতে আপনার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আমরা আবেদনকারীগণ যুবকে জমাকৃত অর্থ আদায় গ্রাহক সংগ্রাম কমিটির প্রায় দেড় কোটি নীরিহ প্রতারিত অসহায় পাওনাদার। আমাদের সালাম গ্রহণ করুন। আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। ১৯৯৬ সাল হতে আমরা যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক) এ আমাদের কষ্টার্জিত টাকা- পয়সা বিনিয়োগ করেছিলাম। যুবক আমাদের বিনিয়োগকৃত অর্থে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

২০০৬ সালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যখন যুবকের দূর্নীতি ও অর্থ দূর্বৃত্তায়নের খবরা- খবর প্রকাশিত হতে থাকে। তখন বাংলাদেশ ব্যাংক যুবকের কর্মকান্ড খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালের ২৪শে মে যুবকের অবৈধ ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৬ সালের মধ্যে আমানতকারীগণের বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

যুবক গ্রাহকগণের টাকা ফেরৎ না দিয়ে বিগত চার দলীয় সরকারের প্রভাবশালীদের ম্যানেজ করে নানা ফন্দি- ফিকির ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে তাদের অপকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। যুবকের চেয়ারম্যান আবু মোঃ সাঈদ, নির্বাহী পরিচালক হোসাইন আল মাসুম, প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ রাশেদুল হুদা চৌধুরী, পরিচালকগণ মোঃ মনির উদ্দিন, মোঃ খবির উদ্দিন, লোকমান হোসেন, লুৎফুন নেছা মিনু, বিলকিছ হোসেন, মেজর (অবঃ) আশ্রাফ, সমন্বয়কারীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফিরোজা মান্নান কচি, সুনিল চন্দ্র বিশ্বাস, হামিদা বেগম হীরা, রওশন আরা (মহিলা কমিশনার) মাকসুদা বেগম, আনোয়ারা বেগম, রেহেনা আক্তার, সিরাজুল ইসলাম, সিলারা বেগম , হাজেরা খাতুন ও জেসমিন আক্তার প্রভৃতি এবং এদের নেপথ্য নায়ক যুবকের অন্য আর এক কর্মকর্তা জনাব মাসুদ পারভেজ মানিক। যুবকের কর্মকর্তা না হয়েও এ নানা কলকাঠি নাড়ে এবং সকল অপকর্মে সহায়তা করে জনাব ফয়েজ ও লিটু এবং তাদের বাহিনী । উপরে বর্ণিত যুবকের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় প্রতারনার মামলা রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কদম তলা থানা মামলা নং ৫৭০৯ তারিখ ০২/০৭/২০০৯ এবং কুমিল্লা জেলার কোতয়ালী মডেল থানা মামলা নং ২০৮ তারিখ ০৩/০৫/২০১১/ নং ১৫০ তারিখ ২০/০৭/২০১১ এবং নং ৯৪ তারিখ ১১/০৪/২০১১ এ সব মামলায় আসামীগণের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী এবং মালামাল ক্রোকের আদেশ রয়েছে। (কপি সংযুক্ত)

যুবকের দূর্বৃত্তায়নের খবরা-খবর সারা বাংলাদেশে প্রচারিত হলে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দের গোচরীভূত হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরনায় এ দেশের লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত প্রতারিত পাওনাদারদের পাওনা ফিরিয়ে দেওয়ার নিমিত্তে পর পর দুটি কামশন গঠন করেন। প্রথম কমিশনে বলা ছিল প্রতারনার মাধ্যমে যারা কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহনের সঙ্গে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরন এবং যুবকের স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি/ হস্তান্তর বন্ধ করে গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় কমিশনের টার্মস্ অব রেফারেন্স এ যাহা বর্ণিত আছে উহা প্রথম কমিশনের সাথে হুবহু মিল না হলেও অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু গেজেটের টার্ম অব রেফারেন্স অনুযায়ী উক্ত কমিশন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এ দিকে যুবক তার সম্পদ গোপনে বিক্রি করা শুরু করেছে এবং ইতিমধ্যে কুমিল্লার জমি, ধানমন্ডির বাড়ী, মেঘনা সি ফুডস, জে.কে. হ্যাচারী, যুবক জোন, যুবক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ, আর. টি. ডি. ইত্যাদি বিক্রি করে ফেলেছে। (সংবাদ পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত)

অতএব, মহোদয়, উপরে বর্নিত বিবরনীর আলোকে যুবকের দূর্বৃত্তায়ন কার্যক্রমে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে নিরীহ পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মর্জি হয়। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

তারিখঃ
৫/৭/১১

বিনীত নিবেদক
(মোঃ আকরাম উদ্দিন)
সভাপতি
যুবকে জমাকৃত অর্থ আদায় গ্রাহক সংগ্রাম কমিটি
৫৩/১, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০।
ফোন নং ০১৯১৭৩৬২০০১

(2)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা .৭১.০৩৯.০৩.০১.০০.০১৩.২০১৩- ৮৬

তারিখ .....১৬.০৪.২০১৩খ্রিঃ....

বিষয়ঃ যুবকে জমাকৃত অর্থ ফেরত পাওয়ার আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জনাব মোঃ আকরাম উদ্দিন, সভাপতি, যুবকে জমাকৃত অর্থ আদায় গ্রাহক সংগ্রাম কমিটি, ৫৩/১, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে দাখিলকৃত আবেদনটি পরীক্ষান্তে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। গৃহীত ব্যবস্থা অত্র কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মতে।

১৬.০৪.২০১৩

(মনিরুন নেছা)
প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব
ফোন : ৮১৫৩০১০

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:
জনাব মোঃ আকরাম উদ্দিন
সভাপতি
যুবকে জমাকৃত অর্থ আদায় গ্রাহক সংগ্রাম কমিটি
৫৩/১, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য

সার-সংক্ষেপ

নম্বর ২৬.০০.০০০০.১২৭.৪০.০০৩.১৬- তারিখ: ০৩/০৮/২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়: যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক)-এর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও দায়-দেনা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কোন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসঙ্গে।

যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক) ১৯৯৭ সালে The Societies Registration Act, 1860 এর আওতায় একটি কল্যাণমূলক সংস্থা হিসেবে রেজিস্ট্রার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে নিবন্ধিত হয়।

২। ১৯৯৭ সালে নিবন্ধনের পূর্ব থেকেই প্রচলিত নিয়মনীতি বহির্ভূতভাবে উক্ত সংস্থা উচ্চহারে সুদের প্রলোভন দেখিয়ে আমানত সংগ্রহ করে মর্মে বিভিন্ন সূত্র থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়। আমানত সংগ্রহের এই কর্মসূচি ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ না থাকায় এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূত হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক ০৬ জুলাই, ২০০৬ তারিখে গ্রাহকদের পাওনা সুদ ও লভ্যাংশসহ পরিশোধ করার জন্য এবং বিধি বহির্ভূত এ সকল কার্যকলাপ বন্ধের জন্য যুবক-কে নির্দেশ প্রদান করে (সংলাগ-১)। কিন্তু যুবক গ্রাহকদের দায়-দেনা পরিশোধ করেনি।

৩। চাকুরীর প্রলোভন, অধিক হারে মুনাফা অর্জনের লোভ, জমির মালিক হওয়ার স্বপ্ন, সারা দেশের, বিশেষতঃ নিম্নমধ্যবিত্তের মানুষকে যুবকের বিনিয়োগ প্রস্তাব আকৃষ্ট করে। কিন্তু পরবর্তীতে বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরত না পেয়ে এসব ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

৪। এ প্রেক্ষাপটে ২৬ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন-কে সভাপতি করে সরকার The Commissions of Inquiry Act, 1956 এর ৩ ধারা মতে একটি কমিশন গঠন করে (সংলাগ-২)।

৫। পরবর্তীতে সরকার যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক) এর বিষয়ে বিগত ০৪ মে, ২০১১ তারিখ একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে একই আইনের আওতায় সাবেক যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামকে চেয়ারম্যান করে ০২ সদস্য বিশিষ্ট ০২ বছর মেয়াদী আর একটি কমিশন গঠন করে (সংলাগ-৩)।

৬। উক্ত কমিশন 'যুবক' সমস্যার উদ্ভব, কারণ, প্রতারণা, যুবকে'র সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান করে। কমিশন বিগত ০২ মে, ২০১৩ তারিখে একটি তদন্ত প্রতিবেদন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে যুবক সংক্রান্ত করণীয় বিষয়ে ১৪টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা হয় (সংলাগ-৪)।

৭। তৎপ্রেক্ষিতে যুবকের সম্পত্তি হেফাজতে গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিক্রয়পূর্বক প্রকৃত গ্রাহকদের পাওনা অর্থ/টাকা পরিশোধের লক্ষ্যে প্রশাসক নিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয় (সংলাগ-৫)। কিন্তু এ বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত বিবেচনা করে (সংলাগ-৬) The Societies Registration Act, 1860 অনুসারে প্রশাসক নিয়োগের কোন বিধান না থাকার বিষয়টি এ মন্ত্রণালয় হতে ০২ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে জানিয়ে দেয়া হয় (সংলাগ-৭)।

৮। ইতোমধ্যে 'যুবক'-এর অবৈধ কার্যক্রমের ফলে নিঃস্ব গ্রাহকদের দুঃখ কষ্ট ও পাওনা পরিশোধের বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার এবং প্রতিকার চেয়ে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নিকট সংশ্লিষ্ট আবেদন আসতে থাকায় এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডাইরেক্টর ট্রেড অর্গানাইজেশন (যুগ্ম সচিব)-কে আহ্বায়ক করে ২১ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয় (সংলাগ-৮)। কমিটি একাধিক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবক কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত করণীয় বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন ১১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করে।

১চলমান পাতা

৯। এ প্রেক্ষিতে সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ২৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, "যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক) বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যুবক কমিশন গঠন করা হয়েছিল বিধায় 'যুবক' কমিশনের রিপোর্টের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদনটির সুপারিশসমূহের সমন্বয় সাধন করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ পূর্ণাঙ্গ সারসংক্ষেপ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে" (সংলাগ-৯)।

১০। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদনসহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০২ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয় (সংলাগ-১০)। এ প্রেক্ষিতে গত ২৫ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে যুবক কমিশনের প্রতিবেদনে বর্ণিত ১৯টি সুপারিশের প্রত্যেকটি সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করে ২ বছরেরও অধিক সময় পর যুবক কমিশনের রিপোর্ট (বাধাইকৃত) দাপ্তরিকভাবে প্রেরণ করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সারসংক্ষেপ প্রেরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ জানানো হয় (সংলাগ-১১)। উক্ত পত্রের পর বিগত ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে যুবক কমিশন কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ বাস্তবায়নে যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার অগ্রগতি জানতে চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয় (সংলাগ-১২)।

১১। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিগত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের পত্রে যুবক কমিশনের রিপোর্ট দাখিল পরবর্তী বাংলাদেশ ব্যাংক, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ১৯টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরিত পত্রের কপিসহ অন্যান্য কাগজপত্র ফিরিস্তি করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে (সংলাগ-১৩)।

১২। বর্ণিত অবস্থায়; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে গত ২৫ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে দাপ্তরিকভাবে প্রাপ্ত যুবক কমিশনের রিপোর্ট, বিগত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির দাখিলকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নে 'যুবক' এর জন্য প্রশাসক নিয়োগ বিষয়ে আইনগত মতামত চেয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে একটি সারসংক্ষেপসহ নথি আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

১৩। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ মর্মে মতামত (সংলাগ-১৪) প্রদান করে যে, (i) The Bangladesh (Taking over of Control and Management of Industrial and Commercial Concerns) Order, 1972 (APO NO. 1 of 1972)-এর Section-2 (সংলাগ-১৫) অনুযায়ী 'যুবক'-এর পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও সংগঠক-কে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য না খুঁজে পাওয়ায় সরকার নিজেই যুবকের সকল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপনা বোর্ড বা প্রশাসক নিয়োগ করতে পারেন অথবা উক্ত আইনের আলোকে কোন স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে সংগঠনটির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করতে পারে; অথবা (ii) 'যুবক'-এর সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য The Official Receivers Act, 1938 (Bengal Act VII of 1938)-এর ৩ ধারার (সংলাগ-১৬) বিধানমতে, একজন অফিসিয়াল রিসিভার এবং প্রয়োজনে এক বা একাধিক ডেপুটি অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ করা যেতে পারে।

১৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন করা হলেও জনবলের স্বল্পতার কারণে নিবন্ধিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের সামর্থ আরজেএসসি এর নেই। অন্যদিকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কার্যক্রম দেশব্যাপী তথা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ফলে এই অধিদপ্তরের পক্ষে নিবন্ধিত সংগঠনসমূহের কার্যক্রমের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ সহজতর। এছাড়াও সক্ষমতা সম্পন্ন অন্য কোন স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে যুবকের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। তবে এ পর্যায়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত কিংবা মাননীয় আদালতের নির্দেশ ব্যতীত এ বিষয়ে অন্য কোন দপ্তর বা সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা দুরূহ হবে।

চলমান পাতা

১৫। বর্ণিত পরিস্থিতিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের প্রেক্ষিতে 'যুবক' এর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক রিসিভার নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

১৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতি ও অনুচ্ছেদ ১৫ এর প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো।

০৫/৪/১২
(হেমায়েতুল্লাহ আল মামুন)
সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

০৫/৪/১২
(তোফায়েল আহমেদ এম.পি)
মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪/৪/১২

যুবকে ক্ষতিগ্রস্থ জনকল্যান সোসাইটি
(Juboka Khatigrostho Janokallyan Society)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত)

রেজি নং- এস-১১৮০৩

সূত্র :

তারিখ : ২৪/৮/১৫

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ডাক গ্রহণ ও বিতরণ শাখা
গ্রন্থীতার স্বাক্ষর :
তারিখ : ২৪/৮/১৫
সময় :

বরাবর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয় ঃ 'যুবক' কর্তৃক আত্মসাৎকৃত প্রায় দেড় কোটি গ্রাহকের পাওনা টাকা ফেরত পেতে আপনার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আমরা আবেদনকারী "যুবকে ক্ষতিগ্রস্থ জনকল্যাণ সোসাইটির" প্রায় দেড় কোটি প্রত্যারিত ও নিরুপায় জনগণের পক্ষ থেকে আমাদের সালাম গ্রহণ করুন। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি। যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক) মানুষের নিকট থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে নেয়। কিন্তু আত্মসাৎকৃত ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার না করার কারনে এবং উক্ত সংস্থার রেজিঃ বাতিল না করার কারণে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে তারা আবার পুনরায় রাজধানীর পল্টনে বি.কে টাওয়ারে বসে তাদের অবৈধ কার্য্যক্রম চালু করেছে। গত ১৫/০৭/২০১৪ইং তারিখে পল্টন থানায় পুলিশ বাদী হয়ে 'যুবক' কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা করা সত্বেও (মামলা নং ২৩/২৬২) পুলিশ আসামীদের গ্রেফতার করছে না। যার কারণে পুলিশের চোখের সামনে বসে আবার তারা অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে এবং 'যুবক'-এর সম্পদগুলো নামে-বেনামে হস্তান্তর ও বিক্রি করে দিচ্ছে।

এদিকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে যুবকের বিষয়টি নিস্পত্তি করতে বলা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে যুবকের ব্যাপারে করনীয় সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রেরণ করেন। বাণিজ্য সচিব উক্ত প্রতিবেদনটির বিষয়ে মতামত চেয়ে আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করেন। আইন ও বিচার বিভাগ কোন মতামত না দিয়ে ফাইলটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠায়। আইন মন্ত্রণালয় থেকে কোন মতামত না দেয়ার কারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ফাইলটি অর্থ মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। বর্তমানে যুবকের ফাইলটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ঘুরে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পড়ে আছে। প্রশাসক নিয়োগের ব্যাপারে কেহ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। কোন মন্ত্রণালয় থেকে কোন সুরাহা না পেয়ে নিরুপায় হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনিই পারেন দেড় কোটি প্রতারিত মানুষের সমস্যার সমাধান দিতে।

অতএব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন, একজন প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে যুবকের সম্পদগুলো সরকারের হেফাজতে নিয়ে গ্রাহকদের পাওনা ফেরত প্রদান ও প্রত্যারক চক্রের সদস্যদের গ্রেফতার করার সুব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

বিনীত নিবেদক
দেড়কোটি অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে,

২৪/৮/১৫

মোঃ মাহমুদ হোসেন (মুকুল)
সাধারন সম্পাদক
যুবকে ক্ষতিগ্রস্থ জনকল্যাণ সোসাইটি
মোবাইলঃ ০১৭১০১৫৭৫৭৫

মোহাম্মদ উল্যা চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা
মুক্তিযোদ্ধা প্রচার সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ পেশাজীবী লীগ।
সভাপতি
যুবকে ক্ষতিগ্রস্থ জনকল্যাণ সোসাইটি
মোবাইলঃ ০১৭১১৪৭৫৪৭৪

প্রধান কার্যালয় ঃ ৫৩/১, পুরানা পল্টন লেইন, রহমত মঞ্জিল, ঢাকা-১০০০।

যুবকে ক্ষতিগ্রস্থ জনকল্যান সোসাইটি
(Juboka Khatigrostho Janokallyan Society)
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত)

রেজি নং- এস-১১৮০৩

৭

সূত্র : তারিখ : ৩/১১/১৬

বরাবর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ডাক গ্রহণ ও বিতরণ শাখা গ্রহীতার স্বাক্ষর ৩/১১/১৬ ক্রমিক :

বিষয় ঃ যুবকর্ম সংস্থান সোসাইটি (যুবক) কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় জনগণের টাকা ফেরৎ পেতে পুনরায় আপনার সদয় সক্রিয় ভূমিকা প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আমরা আবেদনকারীগণ **"যুবকে ক্ষতিগ্রস্থ জনকল্যাণ সোসাইটি"** এর প্রায় দেড় কোটি জনগণ প্রতারিত অসহায় পাওনাদারদের পক্ষ থেকে আমাদের সালাম গ্রহণ করুন। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি। আমাদের পাওনা ফেরৎ পেতে দেশব্যাপী শতাধিক মামলা দায়ে করেছি। কিছু মামলা সাজাও হয়েছে বাকী মামলা বিচারাধীন **আছে। এমনকি অর্থমন্ত্রীর নির্দেশে গত ১৫/৭/২০১৪ইং তারিখে পল্টন থানায় একটি মামলাও হয়েছে, যার মামলা** নং-২৩/২৬২। এত মামলা সত্বেও সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জনাব ডঃ ফরাশউদ্দিন আহমেদ কমিশনের রিপোর্টে বলেছেন যে, যুবকের যে সম্পদ আছে তা বিক্রি করলে গ্রাহকদের পাওনার চেয়ে বেশী হবে। আমাদের জানামতে বর্তমান বাজার দরে যুবকের সম্পদের মূল্য দশ হাজার কোটি টাকা।

পরপর দুটি কমিশন, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন এমন কি সর্বশেষ জুন/১৬ মাসে আপনার অনুমোদন এবং এত সম্পদ থাকা সত্বেও মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত গত ২১/৯/২০১৬ইং তারিখের বৈঠকে আমাদের কোন সমাধান পাই নাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আদালতেও সুরাহা পাই না। মন্ত্রণালয়েও সুরাহা পাইনা। তাই আপনাকে বারবার বিরক্ত করছি। আমরা স্বীকার করছি ভুল করেছি **কিন্তু** আপনাকে ছাড়া আমরা যাব কোথায়? আপনি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী। কোন উপায় না পেয়ে তাই বড় আশা নিয়ে বারবার আপনার স্মরণাপন্ন হচ্ছি। আপনার অনুপ্রেরণায় দেশের লক্ষ লক্ষ প্রতারিত পাওনাদারদের পাওনা ফিরিয়ে পেতে পুনরায় আপনার সদয় সক্রিয় ভূমিকার জন্য **সবিনয় অনুরোধ করছি।**

অতএব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা নিরীহ, নির্যাতিত, অবহেলিত আমানতকারীগণ আপনার সমীপে আবেদন করছি যে, উপরোক্ত বিষয়ে সুবিবেচনা করে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

বিনীত নিবেদক

দেড়কোটি অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্থদের পক্ষে,

মাহমুদ হোসেন

মোঃ মাহমুদ হোসেন (মুকুল)

সাধারন সম্পাদক

যুবকে ক্ষতিগ্রস্থ জনকল্যাণ সোসাইটি

মোবাইলঃ ০১৭১০১৫৭৫৭৫

মোঃ উল্যা চৌধুরী

মোহাম্মদ উল্যা চৌধুরী (বীর মুক্তিযোদ্ধা)

মুক্তিযোদ্ধা প্রচার সম্পাদক

কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী পেশাজীবী লীগ।

সভাপতি

যুবকে ক্ষতিগ্রস্থ জনকল্যাণ সোসাইটি

মোবাইলঃ ০১৭১১৪৭৫৪৭৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
Bangladesh Parliament

শিরীন আহমেদ
সংসদ-সদস্য
৩০১ মহিলা আসন-১
সদস্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

১৩

স্মারক নং- এমপি/৩০১/২০২২/ 2 ০৬

তারিখ : 26/2/2022

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয়ঃ যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক) কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় জনগণের পাওনা টাকা ফেরত পেতে আপনার সক্রিয় সহযোগিতার আবেদন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আস্সালামু আলাইকুম।

উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ জনগণ "যুবকে" তাদের কষ্টার্জিত টাকা বিনিয়োগ করেছিল লাভবান হওয়ার জন্য। কিন্তু যুবক তাদের বিনিয়োগকৃত টাকা আত্মসাৎ করায় বিনিয়োগ কারীগণ বর্তমানে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে আমিও একজন ভুক্তভোগী। যুবকের বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। অথচ বিনিয়োগকারীদের পাওনা মাত্র আড়াই হাজার কোটি টাকা। এব্যাপারে প্রশাসক নিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরনের জন্য পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে যুবকে ক্ষতিগ্রস্থ জনকল্যাণ সোসাইটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিস্তারিত উল্লেখ পূর্বক আপনার বরাবরে একখানা আবেদন করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় হস্তক্ষেপের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

(শিরীন আহমেদ)
সংসদ-সদস্য
৩০১ মহিলা আসন-১
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

অফিসঃ রুম নং-৯৩, ব্লক নং-০৪, এম.পি হোস্টেল (পুরাতন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
টেলিফোন : বাসা- ৯১১৪৯০৩, মোবাইল : ০১৭২০-০২৭১৭৬, E-mail : sherinahmed301@gmail.com